

## নারী ক্ষমতায়নে বেগম রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি

অন্তরা মিত্র

গবেষক, শিক্ষা বিভাগ,  
স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

ড. লিটন মল্লিক

সহকারি অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষা বিভাগ,  
স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ :

পৃথিবীর সকল সমাজে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো লিঙ্গ বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য একটি সার্বজনীন বিষয়। পৃথিবীর কোন সমাজেই নারীরা সমসুযোগ, সম অধিকার ও সমমর্যাদা স্বীকৃত নয়। আর এই লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে নারী জাতির সমবেত প্রতিবাদ স্বরূপ নারী বাদের উদ্ভব। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ্বে (১৭৯২) একটি প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শ হিসেবে নারীবাদের যাত্রা শুরু। সুস্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে ১৭৯২ সালে প্রকাশিত মেরি উইনস্টোন ট্রাফটের 'A vindication of the rights of women' বইটি নারীবাদকে একটি বৌদ্ধিক প্রতিষ্ঠা দেয়। নারীবাদ হলো নারী মুক্তি এবং নারীদের সমান অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলার তথ্য এবং তার প্রয়োগগত দৃষ্টিভঙ্গি। নারীবাদের মূলে রয়েছে নারীদের সমান অধিকারের লড়াই। নারী বাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা যেখানে নারী তাই নিজস্ব মর্যাদা আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলার সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত কর্মসূচি গুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল নারী মুক্তি আন্দোলন।। উনিশ শতকের বাংলার এই সমাজ সংস্কার আন্দোলন তথা নারী মুক্তি আন্দোলনে পথপ্রদর্শক ছিলেন প্রাচ্যাত্ম শিক্ষার আলায় আলোকিত কিছু হিন্দু ও মুসলিম প্রগতিশীল মনীষী ও মহীয়সী নারী। বাংলা মুসলিম সমাজের নারী মুক্তি ও নারী ক্ষমতায়নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বেগম রোকেয়া ১৮৮০ থেকে ১৯৩২ নারী মুক্তি ও নারী জাগনের পথিকৃৎরূপে বাংলাদেশের সর্বজন স্বীকৃত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন। নারী মুক্তি ও নারী জাগরণের আদর্শ চিত্র ফুটে উঠেছে তার লেখা সুলতানা ড্রিম (১৯০৫) এবং পদ্মরাগ উপন্যাসে। তিনি যুক্তিসহকারে ও বাস্তব চিত্রে উপস্থাপন করেই বলেন, আমাদের সমাজের মধ্যেই রয়েছে একজন আদর্শ নারী বা একজন পূর্ণাঙ্গ মানবিক গুণসম্বলিত নারী হয়ে ওঠার পথে বহুবিধ অন্তরায়। তিনি তার জীবনব্যাপী কর্মের মাধ্যমে নারী মুক্তি পথে এই সকল বহুমুখী প্রাকার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। বেগম রোকেয়ার নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের বিশ্বাসী ছিলেন তিনি তার লেখার মধ্যে দিয়ে নারী

জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি নারীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলেন। রোকেয়ার মতে পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য মেয়েদের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন প্রয়োজন। বেগম রোকেয়া নারীর অর্থনৈতিক অধিকারের কথা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন। তিনি কর্ম ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতার কথা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনকি কার্যক্ষেত্রে নারীরা চরমভাবে অবহেলিত। তিনি তার বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং ক্ষমতায়নের জন্য নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। নারী মুক্তি একমাত্র পথ হল শিক্ষার প্রসার। বাংলা মুসলিম সমাজের নারী মুক্তি আন্দোলনে অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন বেগম রোকেয়া। তার পরবর্তী প্রজন্মের পর প্রজন্মের নারী সমাজ সেই কর্মের সুফল পেতে যে শুরু করেছে তা আজ বেশ দৃশ্যমান।

মূল প্রতিশব্দঃ

বেগম রোকেয়া, শিক্ষা, নারীক্ষমতায়ন, উন্নয়ন, মুসলিম সমাজের জাগরণ।

ভূমিকা :

এ বিশ্বসমাজ সাধারণভাবে মানবজাতির লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন অনুযায়ী পুরুষ ও নারী এই দুটি ভাগে বিভক্ত। নারী ও পুরুষ উভয়েই এই পৃথিবীর তথা সৃষ্টির দুটি পরম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নারী ও পুরুষ সবসময় একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে থাকে। একটি ছাড়া অপরটি কখনোই সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাই সমাজ সৃষ্টির এই দুটি অপরিহার্য অঙ্গের উপর নির্ভর করে উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। সেই কারণেই নারী এবং পুরুষের মধ্যে কোন একটির উন্নয়ন ঘটলে সমাজের সার্বিক উন্নতি সাধিত হতে পারে না। সমাজের প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজন নারী - পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের সার্বিক উন্নয়ন। উন্নয়ন বলতে মূলত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষা হল মানব জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। শিক্ষা ছাড়া কখনোই একজন মানুষ সার্বিকভাবে উন্নত হতে পারে না। সেই কারণে সমাজ তথা বিশ্বের অগ্রগতির জন্য পুরুষের সাথে সাথে নারী শিক্ষাও একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীতে নারীর অপরিমিত গুরুত্ব বর্তমান। পৃথিবীতে বহু জায়গায় বিভিন্ন সময়ে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অবহেলার বাতাবরন সৃষ্টি হয়েছে অবিলম্বে তা দূর করার প্রয়োজন। বিশ্বে নারী সমাজের উন্নতি না হলে সমাজের সার্বিক উন্নতি কোনদিনই সম্ভব নয়। সমাজের অগ্রগতি সাধনের জন্য নারী শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। ভারতীয় সমাজে সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই নারীরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আধ্যাত্মিকতার পাঠস্থান এই পবিত্র ভূমিতে নারীকে মাতৃরূপে পূজা করা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সময়কালে মর্যাদাগত দিক থেকে নারীর কিছুটা অবনতি হলেও এখনো নারীকে মাতৃরূপে আরাধনা করা হয়ে থাকে। প্রাচীন যুগে ভারতে নারীদের অবস্থান গৌরবময় হলেও সময় যত এগিয়েছে ধীরে ধীরে সমাজে নারীর মর্যাদা ততই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সমাজের অন্দরে প্রবেশ করেছে নারী শিক্ষার বিষয়ে নানান কুসংস্কার। এই সকল অন্ধসংস্কারগুলি নারী শিক্ষার সাথে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বাধা অতিক্রম করে ভারতীয় সমাজ দীর্ঘদিন এগোতে পারেনি। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেখা

যায় ভারতীয় নারী সমাজ ডুবে গিয়েছে অজ্ঞানতার অন্ধকারে। নারী সমাজকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বার করে আনার জন্য সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয় ব্রিটিশ ভারতেই। এ প্রসঙ্গে যে নামটি সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় তার হলেন রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ ঐতিহ্যবাহী অধুনিকতাবাদী নামে খ্যাত বিদ্যাসাগর তার জীবন নিয়ে অনুভব করতে করেছিলেন নারী সমাজের উন্নতি না হলে জাতির মুক্তি কোনদিন সম্ভব নয়। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী নারী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে কাজ করে গিয়েছেন। এছাড়া উল্লেখ করতে হয় হিতবাদী দর্শনের অন্যতম সমর্থক ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন এর কথা। তার সার্বিক চেষ্টা এবং পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারাই কলকাতার অন্যতম বৃহৎ এবং শ্রেষ্ঠ নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বেথুন স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল। সেই সময় বাংলাদেশে নারী শিক্ষা প্রাসারের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজ মেয়েদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। সমাজে নারীর অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। সমাজে নারীর কোন মর্যাদা ও অধিকার ছিল না। এইরূপ পরিস্থিতিতে বাংলার মুসলিম নারী সমাজের মুক্তির অগ্রদূত হিসাবে বেগম রোকেয়ার অবির্ভাব হয়েছিল। ১৮৮০ সালে ৯ ই ডিসেম্বর অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত রংপুর জেলায় পায়রাবন্দ গ্রামের এক প্রসিদ্ধ জমিদার বংশে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে বিহারে ভাগলপুরের শাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বেগম রোকেয়ার বিবাহ হয়। ১৯০৯ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। তিনি ১৯১০ সালে ভাগলপুর থেকে কলকাতায় চলে আসেন। ১৯১১ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত করেন শাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়। বেগম রোকেয়া বলেছিলেন শিক্ষা হল উন্নতির অন্যতম সোপান, জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। বেগম রোকেয়ার উদ্দেশ্য ছিল নারী জাগরণ, আর এর জন্য প্রয়োজন নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো। নিসন্দেহে বাঙালী মুসলিম সমাজে নারী জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন বেগম রোকেয়া। উনিশ শতকের বাংলার মুসলমান সমাজে প্রথম আলোকপ্রাপ্ত তথা আলোকসঙ্গী নারী হিসাবে বেগম রোকেয়া বন্দিতা।

উদ্দেশ্য :

- ১) নারী শিক্ষা বিস্তারে বেগম রোকেয়ার অগ্রণী ভূমিকা
- ২) নারীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেগম রোকেয়ার অবদান।

গবেষণার পদ্ধতি:

এই প্রতিবেদনে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটি প্রকৃতিতে গুণগত। শিক্ষা ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গবেষণা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই প্রতিবেদনে বেগম রোকেয়ার নারী ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য গৌণ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের রীতি ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকাশিত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলি হল বেগম রোকেয়ার লিখিত বিভিন্ন পুস্তক, পত্রিকা, প্রবন্ধ, সংবাদপত্রে লিখিত বক্তব্য, ম্যাগাজিন, বেগম রোকেয়ার সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণার প্রতিবেদন, রোকেয়ার আত্মজীবনী, ওয়েবসাইট, লাইব্রেরির বিভিন্ন নথি থেকে গুণগত পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তার পরবর্তী প্রজন্মের পর

প্রজন্মের নারী সমাজ সেই কর্মের সুফল পেতে যে শুরু করেছে তা আজ বেশ দৃশ্যমান।

প্রাসঙ্গিক সাহিত্যের পর্যালোচনা-

1) Alam,A(2011) তার “ Philosophy of Begum Rokeya a Sakhawat in relation to the current status of Women in Bangladesh “

এই গবেষণা পত্রে গবেষক দেখিয়েছেন যে ঊনবিংশ শতকে বেগম রোকেয়া ছিলেন একজন অমূল্য রত্ন। বেগম রোকেয়া ইসলামী দর্শনের মধ্যে দিয়ে বলেছেন একজন কন্যা কিভাবে নারীদের পরিণত হয়। বেগম রোকেয়া নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নারীদের শিক্ষিত করে তোলা। তার লক্ষ্য ছিল নারীদের মর্যাদা আসনে প্রতিষ্ঠিত করা কিন্তু বর্তমান সমাজ বেগম রোকেয়া স্বপ্ন পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই গবেষণা পত্রে গবেষক বলেছেন বাংলাদেশী নারীদের বর্তমান অবস্থা এবং বেগম রোকেয়া দার্শনিক তথ্যের কথা। বেগম রোকেয়া নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের শিক্ষিত করার পদ্ধতি পক্ষে ছিলেন।

2) সিদ্দিকা, মো: (2007) তার “আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান হানা ক্যাথরিন ম্যাগালেন্স রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন”

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধি পর্ব হল বাংলার মুসলমানদের জন্য নবজাগরণের যুগ। এ সময় শিক্ষিতরা মনোযোগ নিবদ্ধ করে। সমাজে বিভিন্ন সমস্যা বিশেষ করে অবরোধ প্রথা, নারীর সমান অধিকার, বিধবা বিবাহ, বিবাহ উৎসবে ব্যয়বহুলতা, পণপ্রথা তালুক এবং ধর্মীয় কুসংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। ঊনিশ শতকের শেষে বাঙালি মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা লাভের ফলে তাদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ ও মাতৃভাষা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং এই সময় থেকে তারা বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে তাদের সৃষ্টি কুশলতার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করে ঊনিশ শতকে যেসব মহিলা সাহিত্যিক ছিলেন তারা পুরুষ সাহিত্যিকদের সমকক্ষ না হলেও সংখ্যায় খুব নগণ্য ছিলেন না ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটে। সেই সময় বেগম রোকেয়ার সমসাময়িক কয়েকজন লেখিকাকে লক্ষ্য করা যায়।

3)Haque, R (2013) তার Educating Women, (Not) serving the Nation: The interface of feminism and Nationalism in the works of Rokeya Sakhawat Hossain.

এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ থেকে ১৯৩২ সালে ইতিহাসে তিনি যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। এটি এমন একটি সময় ছিল যখন ইংরেজ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা গঠিত একটি নতুন পিতৃত্বের নেতৃত্বে ভারতীয় সমাজ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও উপনিবেশিক বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। সেই সময় রোকেয়া নারী মুক্তি কে জাতীয়তাবাদের আকারের নতুন রূপ দিয়েছিল। তার বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে তিনি নারী মুক্তি কথা বর্ণনা করেছেন। নারীবাদী চিন্তাভাবনাকে তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন। বেগম রোকেয়া উল্লেখ করেছিলেন তার বিভিন্ন সাহিত্যে নারী শিক্ষার মাধ্যমে নারী উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা

করা সম্ভব। তার বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে এই প্রতিবেদনে বেগম রোকেয়ার জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রকাশ পাওয়া যায়।

4) সারোয়ার, গো: (2021) “রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন শিক্ষা সমাজ দর্শন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা”। এই প্রতিবেদনে রোকেয়ার জীবন ও কর্মকান্ড বর্ণিত হয়েছে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল সংগ্রামের রোকেয়ার সম্পূর্ণ নাম ছিল রোকেয়া খাতুন। রোকেয়া অর্থ জ্যোতির্ময়ী। কালের পরিক্রমায় আজ সর্বজন স্বীকৃত বেগম রোকেয়া নামের সুপরিচিত। ১৯ শতকে রক্ষণশীল কুসংস্কারচ্ছন্ন, গৃহবন্দী ও অন্ধকারচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে যখন জীবন ব্যবস্থা নানা অধিকার ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল এছাড়া দেশের শাসন ব্যবস্থা ও নানা রকম দ্বন্দ্ব চলছিল এমনই একটি দুঃসময় নারী শিক্ষা বিস্তার ও সভ্যতার আলায়ে তাদেরকে উদ্ভাসিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করেছেন নারী জাগরণে অগ্রদূত শিক্ষাব্রতী বেগম রোকেয়া।

আলোচনাত্মক বিশ্লেষণ :

নারী শিক্ষা বিস্তারে বেগম রোকেয়ার ভূমিকা-

উনিশ শতকে বাংলা মুসলমান সমাজ মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে সেভাবে আগ্রহী ছিল না। হযরত মহম্মদ প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষণা করলেও কিন্তু বাস্তবে নারীরা শিক্ষার সব রকম অধিকার ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। সেই সময় বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলা মুসলিম সমাজে একজন জ্যোতির্ময়ী নারী। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নারী জাতির উন্নয়ন এবং নারী মুক্তির প্রথম শর্ত হলো শিক্ষা। রোকেয়ার উদ্দেশ্য ছিল নারী জাগরণ আর এর জন্য প্রয়োজন ছিল নারী শিক্ষার প্রসার ঘটনা। সেই সময় বেগম রোকেয়ার পরিবার ছিল রক্ষণশীল ও কুসংস্কারচ্ছন্ন। রোকেয়ার জীবন অতিবাহিত হয়েছে অবরোধের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও রোকেয়া তার পড়াশোনা বন্ধ করেনি। শৈশব থেকেই রোকেয়া ছিলেন জ্ঞানপিপাসু ইংরেজি ভাষায় তার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করে নতুন আলোর পথের দিশা দেখানোর জন্য তিনি নারী শিক্ষাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে নারী শিক্ষা বিস্তারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা কথা জানতে পারি। শিক্ষা সম্বন্ধে রোকেয়ার ধারণা ছিল প্রগতিশীল। তিনি আমাদের দেশে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সংমিশ্রনে গঠিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রণয়ন করা পক্ষপাতী ছিলেন। রোকেয়া বলেছিলেন জীবনটা সুন্দর ও সার্থকরূপে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু সে সময় মুসলিম সমাজ স্ত্রী শিক্ষার প্রতি চরম অবহেলা উদাসীন্যতা প্রদর্শন করে থাকতো। মুসলিম নারীদের প্রতি সমাজে এই বৈষম্যূলক আচরণ যা তাকে খুব ব্যথিত করেছিল। বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন সেখানে তিনি বলেছেন ধর্মীয় আইনে নারী শিক্ষার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে বঙ্গদেশের নারীদের দুরবস্থা কথা তিনি সেখানে ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তী কালে তিনি বিবাহ সূত্রে ভাগলপুরে চলে আসেন তিনি তার স্বামীর সাহচর্যে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। জীবিত কালে রোকেয়ার স্বামী সাখাওয়াতের

পরিকল্পনা ছিল মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে এবং রোকেয়া তার সময় জীবন স্ত্রী শিক্ষার কাজে ব্যাপৃত রাখবেন। তাই বেগম রোকেয়ার ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভাগলপুরে নিজের বাড়িতে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ১ অক্টোবর। পরবর্তীতে যখন তিনি কলকাতায় বসবাস শুরু করেন সেখানে তিনি স্কুলটিকে স্থানান্তরিত করেন ১৯১১ সালে ১৬ই মার্চ। প্রথমে ছাত্রীর সংখ্যা কম থাকলেও ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধি পায়। কলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে বাংলায় মুসলিম নারীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এক গতিবেগ সঞ্চারিত হয়।

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেগম রোকেয়ার অবদান-

বেগম রোকেয়া ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী নারী ও পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। মধ্যযুগের মুসলিম নারীদের দুর্দশার কথা তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এই পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা ছিল অবহেলিত অবস্থিত এবং পরাধীন। এই দাসত্বের শঙ্খল থেকে নারীদের মুক্তির জন্য তিনি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাংলার নারীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কথা তিনি বলেছিলেন। তিনি মনে করতেন নারীরা আত্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে পুরুষের সমান মর্যাদা অধিকার লাভ করতে সক্ষম হবে নারীদের অর্থনৈতিক অধিকারের কথা বেগম রোকেয়া দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন। ইসলামী আইন অনুযায়ী পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানদের অধিকার আছে কিন্তু বাস্তবে সেই নিয়ম কার্যকরী হতে দেখা যায়নি। এছাড়াও সেই সময় বালিকাদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছেলেদের বিদ্যালয় এর তুলনায় ছিল না, বললেই ধরা যায়। বেগম রোকেয়া কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতার কথা বলেছেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনকি কর্মক্ষেত্রে নারীরা চরমভাবে অবহেলিত হয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একই কাজে পুরুষদের তুলনায় নারীরা কম পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। তৎকালীন সমাজে নারীদের চরম দুরবস্থার দিকটি ব্যথিত করেছিল। তিনি নারী শিক্ষা বিস্তারে উদ্দেশ্যের সাখাওয়াত মেমোরিয়াল নামে যে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে তিনি বাংলা, উর্দু, ফরাসি এবং ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করেছেন তিনি বিদ্যালয়ে হোম নার্সিং, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রতিবিধান, রন্ধন, সেলাই অত্যাবশ্যকীয় সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছেন। যাতে ভবিষ্যতে নারীরা এই ধরনের শিক্ষা লাভের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। রোকেয়া মুসলিম সমিতি বা আনজুমান খাওয়াতীনে ইসলাম ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। বেগম রোকেয়া ছিলেন 'Calcutta Mohammedan Ladies Association' এর সাথে যুক্ত তিনি এখানে মুসলিম নারীদের একতাবদ্ধ করে তাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আনজুমান খাওয়াতীন সমিতিটির লক্ষ্য ছিল মুসলিম নারীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আইনগত অধিকারের জন্য সচেষ্টিত হওয়া। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলার নারীরা সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার জন্য সমান সুযোগ পায় এবং তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। মুসলিম মেয়েদের জন্য শিল্প প্রশিক্ষণে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী ব্যবস্থা করা, বিধবা মহিলাদের অর্থনৈতিক সহায় প্রদান এই রকম বিভিন্ন কর্মসূচি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সমাজে অন্ধ কুসংস্কার

থেকে নারীরা যাতে সচেতন হয়ে ওঠে এবং শিক্ষার মাধ্যমে তারা যাতে মুক্তি লাভ করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সচেষ্ট হয় সেদিকে বেগম রোকেয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন।

### উপসংহার

বাংলায় মুসলিম সমাজের নারী জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন বেগম রোকেয়া। বেগম রোকেয়া ছিলেন একজন মহীয়সী নারী যিনি নারী শিক্ষা বিস্তারে এবং নারীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তিনি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তৎকালীন পিতৃতান্ত্রিক, রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন, নারী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নারীরা শিক্ষা লাভ করলে তারা সামাজিক কুসংস্কার, গোড়ামী থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে পুরুষের সমকক্ষ মর্যাদা আসনের প্রতিষ্ঠিত হবে। যার ফলে নারী ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত হবে যা দেশ ও জাতির উৎকর্ষ বিকাশে সাধন করবে। রোকেয়ার শিক্ষাগত আদর্শ ছিল বাস্তবতাবাদ এবং প্রগতিশীলতার মিশ্রণ। অবিভক্ত বাংলায় নারী শিক্ষার একজন হিতৈষী ছিলেন বেগম রোকেয়া। তার বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের Ikbāl দিয়ে নারী শিক্ষা বিস্তার এবং নারী ক্ষমতায়নের দিকটি বিকশিত হয়েছে মুসলিম নারী সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য বেগম রোকেয়ার অবদান অনস্বীকার্য।

### তথ্যপঞ্জি :

- 1) Mahmud, S (1937) "Rokeya Jibani:" (Rokeya Biography), Calcutta: Bulbul publishing House.
- 2) Saiyed, A (1983) 'Begum Rokeya'. Dhaka: Bangla Academy.
- 3) Begum, M (1989) 'Banglar Nari Andolan.' (The Women's Movement in the Bengal), Dhaka: The university press limited
- 4) Chakraborty, S (1995). 'Andare Antare: Unish Shatake Bangali Mahila' (Bengali women in the 19th century) Calcutta: stree
- 5) Pradhan, F (1995) ' Begum Rokeya O Narijagaran,' (Begum Rokeya and the Awakening of women). Dhaka: Dhaka university
- 6) Ray, B (2002) 'Early feminist of colonial India: Saraladevi Chaudhurani, Rokeya Sakhawat Hossain.' New Delhi: Oxford UP
- 7) Bagchi, B (2005) 'Introduction - Sultana's Dream and Padmarag by Begum Rokeya,' Penguin Books, India pvt.ltd. 2005
- 8) Hussain, M (2009): 'Begum Rokeya: Jibon O Shahitya' (Begum Rokeya: life and works) Dhaka: Subarna Publication 2009 Print.
- 9) Murshid, G (2013). 'Rassasundari Theke Rokeya: Naripragatir Eksho Bachar'. (A century of Women's progress: from Rassasundari to Rokeya). Dhaka: Abosar, 2013, Print.

10) [http://www.bangladeshonline.de/begum\\_rokeya](http://www.bangladeshonline.de/begum_rokeya).

11) Alam, A(2011) “ Philosophy of Begum Rokeya a sakhawat in relation to the current status of women in Bangladesh”